উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা।
www.dncc.gov.bd

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২৯ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, প্যানেল মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ : ০৮ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ || ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল ১১.০০ টা
স্থান : নগর ভবন, সেন্টার পয়েন্ট (লেভেল-৮), প্লট-২৩-২৬, রোড-৪৬, গুলশান-২, ঢাকা

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

সভার প্রারম্ভে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

আলোচ্যসূচি-১	:	**২৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত ২৮তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	গত ২৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত ২৮তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিবর্তন/পরিমার্জনসহ কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।
সিদ্ধান্ত	:	২৮তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ় করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	সচিব, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-২	:	**২৮তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি**
আলোচনা	:	সভায় ২৮তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় প্রধান ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে আহ্বান জানানো হয়।
সিদ্ধান্ত	:	২৮তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	বিভাগীয় প্রধান (সকল)/আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৩	:	**মোহাম্মদপুর টাউন হল কাউন্সিলর ভবন (৩য় তলা) ভাড়া/লীজ ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, মোহাম্মদপুর টাউন হল এর (৩য় তলা) জনস্বার্থে মাননীয় সংসদ সদস্য ঢাকা-১৩ এর স্থানীয় অফিস হিসেবে সাময়িক ব্যবহারের জন্য সাবেক ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এস্টেট/৭২৫ (১) ২০০৮-২০০৯ তারিখ-১২/০৩/২০০৯ খ্রিঃ স্মারকের মাধ্যমে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। বর্তমানে বর্ণিত জায়গা সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাইয়াম মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বরাবর নির্ধারিত ভাড়ায় লীজ/ভাড়া প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মোহাম্মদপুর টাউন হল এর বরাদ্দ সংক্রান্ত নথিটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে রয়েছে। তিনি আরো বলেন, একই সাথে জনগণকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা-১৩ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য জনাব সাদেক খান উক্ত স্থানটি ব্যবহারের আবেদন করেছেন। এ প্রসংগে ২৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম রতন বলেন, মোহাম্মদপুর টাউন হল এর (৩য় তলা) জনস্বার্থে মাননীয় সংসদ সদস্য ঢাকা-১৩ এর স্থানীয় অফিস হিসেবে সাময়িক ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিলো। ফলে বর্ণিত স্থানটি বর্তমান সংসদ সদস্য যত দিন সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ততদিন সংসদ সদস্য, ঢাকা-১৩ এর নামে শর্ত সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা যায়। ওয়ার্ড-৩২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান ২৯ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম রতন এর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।

		সংরক্ষিত আসন-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র সদস্য জনাব আলেয়া সারোয়ার ডেইজী মোহাম্মদপুর টাউন হল এর ৪র্থ তলায় জনৈক ব্যক্তি একটি লাইব্রেরি করে অধিকাংশ জায়গা অপদখল করে আছে। তিনি অপদখল উচ্ছেদ এবং কমন বারান্দাসহ সংরক্ষিত আসন-১২ এর কাউন্সিলর কার্যালয় হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করার আবেদন জানান।
সিদ্ধান্ত	:	১. ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন থেকে সংশ্লিষ্ট নথি এনে আইনগত দিক বিবেচনা পূর্বক নথি উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২. মোহাম্মদপুর টাউন হল এর ৪র্থ তলার অপদখল উচ্ছেদ এবং কমন বারান্দাসহ সংরক্ষিত আসন-১২ এর কাউন্সিলর কার্যালয় হিসেবে বরাদ্দ প্রদান করার বিষয়ে তদন্ত পূর্বক নথি উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৪	:	**পরিত্যক্ত হিসাবে ঘোষিত রায়ের বাজার মার্কেটের বিদ্যমান অবকাঠামো অপসারণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন পরিত্যক্ত হিসেবে ঘোষিত রায়ের বাজার বিদ্যমান অবকাঠামো জরুরি ভিত্তিতে অপসারণের বিগত ১৪/০১/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত মার্কেটটি গত ২৪/০৪/২০০৬ তারিখ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। সে প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত মার্কেটের অবকাঠামো নিলামে বিক্রয় করা হয়। নিলাম ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান উক্ত অবকাঠামোর ৩৩.৭৩% মালামাল অপসারণের পর মার্কেট সমিতির মামলার কারণে অবশিষ্ট মালামাল অপসারণ করতে পারেনি। গত ০৩/০১/২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ডিএনসিসি'র ১১তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তমতে অবশিষ্ট অবকাঠামোর অর্থ আনুপাতিক হারে নিলাম ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ওয়ারিশানগণের অনুকূলে ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিদ্যমান অবকাঠামো অপসারণের লক্ষে নিলাম মূল্য নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চল-৫ এর প্রকৌশল বিভাগে পত্র দেওয়া হয়েছে। ১৪/০১/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তমতে পরিত্যক্ত হিসাবে ঘোষিত রায়ের বাজার মার্কেটের বিদ্যমান অবকাঠামো অপসারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।
সিদ্ধান্ত	:	পরিত্যক্ত হিসাবে ঘোষিত রায়ের বাজার মার্কেটের বিদ্যমান অবকাঠামো আইনগতভাবে অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৫	:	**ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন "সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি-২০১৯" অনুমোদন প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান সড়ক খনন ফি পুনঃনির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি-২০১৯ কর্পোরেশন সভায় অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হয়েছে।
সিদ্ধান্ত	:	"সড়ক খনন ক্ষতিপূরণ ফি -২০১৯" সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করা হয় এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৮২ ধারা অনুসারে সরকারের অনুমোদন গ্রহনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৬	:	**কারওয়ান বাজার কিচেন মার্কেট পরিত্যক্ত ঘোষণা প্রসংগে।**
আলোচনা	:	প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ভবন/মার্কেটসমূহ সংস্কার/অপসারণ/পরিত্যক্ত ঘোষণা বিষয়ক সভা গত ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কারওয়ান বাজার কিচেন মার্কেট পরিত্যক্ত ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিদ্যমান মার্কেটটি অতীব জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমানে বিভিন্ন ফ্লোরে ভারী মালামাল থাকায় যে কোন সময় ধসে পড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে বিপুল প্রাণহানির আশংকা রয়েছে। অতীব জরুরী ভিত্তিতে মার্কেটটি পরিত্যক্ত ঘোষণা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আবশ্যক।
সিদ্ধান্ত	:	জানমাল রক্ষার্থে অতীব জরুরী ভিত্তিতে কারওয়ান বাজার কিচেন মার্কেটটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করার প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৭	:	**"ওসমান গণি সরদার সড়ক" নামকরণ প্রসংগে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনবিদ সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ১৩/০১/২০০২ তারিখে অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৩০তম সাধারণ সভায় ৩৯ নং ওয়ার্ড (সাবেক), বর্তমান ডিএনসিসি'র ২৬ নং ওয়ার্ডস্থিত দক্ষিণ বেগুনবাড়ী সড়কটির নতুন নামকরণ ''ওসমান গনি সরদার সড়ক'' করা হয়। কিন্তু ঐ সময় নবনামকরণকৃত সড়কের কোন সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারিত না হওয়ায় বিগত ২৭/১১/২০১৮ তারিখে ডিএনসিসি'র সংশ্লিষ্ট সম্মানিত কাউন্সিলর -২৪ ও ২৬ এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা-৩ ও ৫ বরাবর ''দক্ষিণ বেগুনবাড়ী সড়ক'' টি চিহ্নিতকরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। অতঃপর সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ''টঙ্গী ডাইভাশন রোড হোল্ডিং-৩০/৩ (হাতিরঝিল গোল চত্বর) হতে সার্ক ফোয়ারা'' পর্যন্ত সড়কটি ''দক্ষিণ বেগুনবাড়ী সড়ক'' মর্মে চিহ্নিত করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, পরবর্তীতে বিগত ২৫/০৭/২০০৭ তারিখে ডিসিসি'র ১১ তম সাধারণ সভায় ''সোনারগাঁও হোটেল (সার্ক ফোয়ারা) হতে এফডিসি হয়ে টঙ্গী ডাইভারশন পর্যন্ত সড়কটি মরহুম চলচ্চিত্রকার ''আব্দুর জব্বার খান সড়ক'' নামকরণ করা হয়েছে। মূলতঃ ''ওসমান গনি সরদার সড়ক'' ও ''আব্দুর জব্বার খান সড়ক'' একই সড়ক। এ বিষয়ে বিগত ২১/০১/২০১৯ তারিখে নামকরণ উপকমিটির ৩য় সভায় নিম্নোক্ত সুপারিশ গৃহীত হয়। ১. "ওসমান গনি সরদার সড়ক" এবং "আব্দুর জব্বার খান সড়ক" মূলতঃ একই সড়ক। ডিসিসি'র কর্পোরেশন সভায় বর্ণিত সড়কের দুইটি ভিন্ননাম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে করা হয়েছিল। কিন্তু অদ্যাবধি সড়কটিতে কোন নামফলক স্থাপন ও উন্মোচন হয়নি বিধায় বর্ণিত সড়কের নামকরণের বিষয়ে একটি যৌক্তিক সমাধানের জন্য "আব্দুর জব্বার খান সড়ক" নামকরণটি বাতিল করে অপেক্ষাকৃত পূর্বে অনুমোদিত "ওসমান গনি সরদার সড়ক" বহাল রাখার সুপারিশসহ সাধারণ সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. মরহুম চলচ্চিত্রকার আব্দুর জব্বার খান এর নামে পরবর্তীতে অন্য কোন সড়কের নামকরণের প্রস্তাবনা পাওয়া গেলে বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে।
সিদ্ধান্ত	:	১. দক্ষিণ বেগুনবাড়ী (টঙ্গী ডাইভাশন রোড হোল্ডিং-৩০/৩, হাতিরঝিল গোল চত্বর হতে সার্ক ফোয়ারা পর্যন্ত) সড়কটির নাম ''আব্দুর জব্বার খান সড়ক'' বাতিল করে অপেক্ষাকৃত পূর্বে অনুমোদিত ''ওসমান গনি সরদার সড়ক'' বহাল রাখার সুপারিশ গৃহীত হয় এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ১৮.৫ ধারা অনুসারে সরকারের অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. মরহুম চলচ্চিত্রকার আব্দুর জব্বার খান এর নামে পরবর্তীতে অন্য কোন সড়কের নামকরণের প্রস্তাবনা পাওয়া গেলে বিষয়টি অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৮	:	''ইব্রাহীমপুর প্রধান সড়কের হোল্ডিং নং-২৭০ (পুরাতন সোনালী ব্যাংকের মোড়) হতে বড়বাড়ী (হোল্ডিং নং-১৮৩)'' পর্যন্ত সড়কটি "কমিশনার ইউসুফ উল্লাহ সড়ক" নামে নামকরণ প্রসংগে।
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ জানান যে, মরহুম মোহাম্মদ ইউসুফ উল্লাহ ১৯৯৪ সালে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ১৬ নং ওয়ার্ডের প্রথম নির্বাচিত কমিশনার। তিনি সমাজ সংস্কারক, সমাজে জনহিতকর কাজ সহ নানাবিধ উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে জনগণের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। তিনি কমিশনারের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় অকাল মৃত্যুবরণ করেন। বর্ণিত ব্যক্তির নামে কোন সড়কের নামকরণ হয়নি এবং প্রস্তাবিত সড়কটি মরহুম মোহাম্মদ ইউসুফ উল্লাহর বাড়ীর সামনে অবস্থিত। এ বিষয়ে বিগত ২১/০১/২০১৯ তারিখে নামকরণ উপকমিটির ৩য় সভায় নিম্নোক্ত সুপারিশ গৃহীত হয়। "ইব্রাহীমপুর প্রধান সড়কের হোল্ডিং নং-২৭০ (পুরাতন সোনালী ব্যাংকের মোড়) হতে বড়বাড়ী (হোল্ডিং নং-১৮৩)'' পর্যন্ত সড়কটি ''কমিশনার ইউসুফ উল্লাহ সড়ক'' নামে নামকরণের সুপারিশসহ বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"
সিদ্ধান্ত	:	ইব্রাহীমপুর প্রধান সড়কের হোল্ডিং নং-২৭০ (পুরাতন সোনালী ব্যাংকের মোড়) হতে বড়বাড়ী (হোল্ডিং নং-১৮৩) পর্যন্ত সড়কটি "কমিশনার ইউসুফ উল্লাহ সড়ক" নামে নামকরণের সুপারিশ গৃহীত হয় এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ১৮.৫ ধারা অনুসারে সরকারের অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-৯	:	**মিরপুর ৬ নং সেকশনে প্রশিকা ভবনের মোড় হইতে মিরপুর ৬ নং সেকশনের বাজার হয়ে অরিজিনাল ১০ পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার পর্যন্ত সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মাজেদ সড়ক" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ সভাকে জানান যে, আলহাজ্ব এম. এ. মাজেদ মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সম্মুখ যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় খেতাবপ্রাপ্ত, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবার কল্যাণ পরিষদ কেন্দ্রীয় কমান্ড এর মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিষয়ে বিগত ২১/০১/২০১৯ তারিখে নামকরণ উপকমিটির ৩য় সভায় নিম্নোক্ত সুপারিশ গৃহীত হয়। "মিরপুর ৬নং সেকশনে প্রশিকা ভবনের মোড় হইতে মিরপুর ৬নং সেকশনের বাজার হয়ে অরিজিনাল ১০ পপুলার ডায়গনষ্টিক সেন্টার পর্যন্ত সড়ক"টি "বীর মুক্তিযোদ্ধা এম. এ. মাজেদ সড়ক" নামে নামকরণের সুপারিশসহ বিষয়টি কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	মিরপুর প্রশিকা ভবনের মোড় হতে মিরপুর ৬নং সেকশনের বাজার হয়ে অরিজিনাল ১০ পপুলার ডায়গনস্টিক সেন্টার পর্যন্ত সড়ক'টি "বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ মাজেদ সড়ক" নামে নামকরণের সুপারিশ গৃহীত হয় এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ১৮.৫ ধারা অনুসারে সরকারের অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১০	:	**পূর্ব শেওড়াপাড়া হোল্ডিং নং-১০৩৮ হতে হোল্ডিং নং-১০৩৫(৭) পর্যন্ত সড়ক "বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তার হোসেন সড়ক" নামে নামকরণ প্রসঙ্গে।**
আলোচনা	:	আলহাজ্ব মোঃ আক্তার হোসেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জমিদাতা হিসেবে উক্ত সড়কটি নিজের নামে "বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তার হোসেন সড়ক" নামকরণের জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি বর্ণিত সড়কের জন্য নিজ অর্থে খরিদকৃত ০১(এক) কাঠা জমি অত্র এলাকার প্রতিবেশি ও জনসাধারণের চলাচলের জন্য দান করেছেন। তিনি একজন সমাজ সেবক। তিনি মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, কবরস্থান ও একটি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব শেওড়াপাড়া হোল্ডিং নং-১০৩৮ হতে হোল্ডিং নং-১০৩৫(৭) পর্যন্ত সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তার হোসেন সড়ক" নামে নামকরণের বিষয়টি বিবেচনার জন্য কর্পোরেশন সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সিদ্ধান্ত	:	পূর্ব শেওড়াপাড়া হোল্ডিং নং-১০৩৮ হতে হোল্ডিং নং-১০৩৫(৭) পর্যন্ত সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্তার হোসেন সড়ক" নামে নামকরণের সুপারিশ গৃহীত হয় এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ১৮.৫ ধারা অনুসারে সরকারের অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে পত্র প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গুহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১১	:	**ব্যক্তিমালিকানাধীন রাস্তার জমি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তর সংক্রান্ত।**
আলোচনা	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা সভাকে জানান, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় রাস্তা উন্নয়নের লক্ষে সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকগণ বর্ণিত ভূমি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের আবেদন দাখিল করেছেন। তিনি আরো বলেন, দাখিলকৃত ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি সঠিক আছে। ১. ঢাকাস্থ শ্যামল পল্লী আবাসিক এলাকা, পশ্চিম ভাষানটেক, ওয়ার্ড নং-১৫, মিরপুর, ঢাকা এর ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে রাস্তা উন্নয়নের লক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর হস্তান্তরের জন্য সিটি জরিপ মৌজা ধামালকোট ও জোয়ারসাহারা ২টি মৌজার ভূমি হতে হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমান- ২৮৬৩২ বর্গফুট বা ০.৬৫৭৩ একর। ২. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে রাস্তা উন্নয়নের লক্ষে প্রস্তাবিত সবুজ পল্লী আবাসিক এলাকা, পূর্ব বাইশটেকী মিরপুর- ১৩, থানা-কাফরুল, ওয়ার্ড নং- ৪, (সিটি জরিপ মৌজা-ধামালকোট ও সেনপাড়া পর্বতা) হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ ৬৪৬৮.০০ ফুট বা ০.১৪৮৪ একর। ৩. ঢাকাস্থ পশ্চিম মানিকদি, নামাপাড়া আবাসিক এলাকা, হোল্ডিং নং- ২৩৫/১-বি, মোঃ আব্দুল আওয়াল এর বাড়ী হতে হোল্ডিং নং- ২৬৪/২০, মোঃ সাইদুল ইসলাম গং এর বাড়ী পর্যন্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি মৌজা: জোয়ারসাহারা (হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমান- ২৫,৭৬৪.৬০ বর্গফুট বা ০.৫৯১৪ একর)
সিদ্ধান্ত	:	দালিলিক সঠিকতা যাচাই পূর্বক স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৮০ ধারার ২(গ) ইপ-ধারার বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বাস্তবায়ন	:	প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।

আলোচ্যসূচি-১২	:	বিবিধ
আলোচনা	:	২৮ তম কর্পোরেশন সভায় বিবিধ ক্রমিক নং-১ ও ক্রমিক নং-৬ এর সিদ্ধান্ত যথাক্রমে (১) দ্রুততম সময়ের মধ্যে মশার ঔষধ সংগ্রহ করে মশক নিধন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এবং (৬) জনসাধারণের ভোগান্তি লাঘবকল্পে জন্মনিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের দায়িত্ব আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ওয়ার্ড কাউন্সিলর বরাবর হস্তান্তরের উদ্যোগ নেয়ার জন্য প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ডিএনসিসি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ায় সকল সম্মানিত কাউন্সিলর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ অতি দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর দাবী জানান। মাননীয় প্যানেল মেয়র বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এ বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনেরও নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় প্যানেল মেয়র সদস্য ও সংরক্ষিত আসন-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব আলেয়া সারোয়ার ডেইজী বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দের নাম Honour Board এ লিপিবদ্ধ করে নগর ভবনের দৃশ্যমান কোন স্থানে টাঙ্গানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। তিনি উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য একটি কমিটি গঠনেরও প্রস্তাব করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত কম্বল বিতরণে সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরা বঞ্চিত হয়েছেন। সংরক্ষিত আসন-১ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব শাহনাজ পারভীন বলেন, খিলক্ষেত এলাকায় কাঁচা বাজার ও কমিউনিটি সেন্টার তৈরীর জন্য স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি অনতিবিলম্বে কাঁচা বাজার ও কমিউনিটি সেন্টার তৈরীর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানান। ওয়ার্ড-১৫ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব সালেক মোল্লা বলেন, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কোন কমিউনিটি সেন্টার নেই। তিনি কমিউনিটি সেন্টার তৈরী করে সেখানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। ০৭ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফরিদ মিয়ার নামানুসারে মিরপুর সেকশন-২ এর কেন্দ্রীয় মন্দিরের এভিনিউ-২ (ন্যাশনাল বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামের দিকের শেষ বাউন্ডারী থেকে হোল্ডিং ১৮/২ পর্যন্ত) সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদ মিয়া সড়ক" নামকরণের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, জনাব মোঃ ফরিদ মিয়া যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। তিনি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মারাত্মক আহত হন।
সিদ্ধান্ত	:	বিস্তারিত আলোচনার পরে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় : ১. দ্রুততম সময়ের মধ্যে মশার ঔষধ সংগ্রহ করে মশক নিধন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২. জনসাধারণের ভোগান্তি লাঘবকল্পে জন্মনিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের দায়িত্ব আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ওয়ার্ড কাউন্সিলর বরাবর হস্তান্তরের উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনাব মোঃ জামাল মোস্তফা, মাননীয় প্যানেল মেয়র — আহ্বায়ক জনাব হাবিবুর রহমান, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-৩২ — সদস্য জনাব মোঃ মোবাশ্বের চৌধুরী, সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-৭ — সদস্য জনাব রাজিয়া সুলতানা ইতি, সম্মানিত কাউন্সিলর, সংরক্ষিত আসন-০৫ — সদস্য প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন — সদস্য-সচিব ৩. ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দের নাম Honour Board এ লিপিবদ্ধ করে নগর ভবনের দৃশ্যমান কোন স্থানে টাঙ্গানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। **বাস্তবায়নে : প্রধান সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা ও প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।** ৪. খিলক্ষেত এলাকায় কাঁচা বাজার ও কমিউনিটি সেন্টার তৈরীর জন্য স্থান চিহ্নিতকরণ কাঁচা বাজার ও

		কমিউনিটি সেন্টার তৈরীর বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিলের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। **বাস্তবায়নে : প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।** ৫. ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কমিউনিটি সেন্টার তৈরী ও সেখানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয় স্থাপনের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে একটি প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাঁরা সমন্বিতভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে আগামি সভার পূর্বে দাখিল করবেন। **বাস্তবায়নে : প্রধান প্রকৌশলী ও প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।** ৬. যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফরিদ মিয়ার নামানুসারে মিরপুর সেকশন-২ এর কেন্দ্রীয় মন্দিরের সামনে এভিনিউ-২ (ন্যাশনাল বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় হতে হোল্ডিং ১৮/২ পর্যন্ত) সড়কটি "বীর মুক্তিযোদ্ধা ফরিদ মিয়া সড়ক" নামকরণের বিষয়টি নামকরণ উপকমিটির সুপারিশসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। **বাস্তবায়নে : প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।**

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: জামাল মোস্তফা)
প্যানেল মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি, কর্পোরেশন সভা।

নং-৪৬.১০.০০০০.০০৬.০৬.০০৪.১৫.– ৮৮ তারিখঃ ০৬/০৬/২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৪. সম্মানিত কাউন্সিলর, সাধারণ ওয়ার্ড নং ...../সংরক্ষিত আসন নং ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৫. ....., বিভাগীয় প্রধান (সকল), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), অঞ্চল ....., ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৭. সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। ডিএনসিসি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮. প্যানেল মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সহকারী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৯. সহকারী সচিব, সংস্থাপন শাখা-১, ২, সাধারণ প্রশাসন শাখা ও প্রশিক্ষণ কোষ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১০. অফিস কপি।

(রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া)
সচিব
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।